www.xtrapapers.com

Cambridge O Level

Cambridge International Examinations
Cambridge Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2016**

1 hour 30 minutes

No Additional Materials are required.

9861476080

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper ask the invigilator for a continuation booklet.

Answer **all** questions.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

This document consists of **11** printed pages, **1** blank page and **1** insert.

DC (NH/JG) 121738/3
© UCLES 2016

CAMBRIDGE International Examinations

www.xtrapapers.com

Section A
বিভাগ : ক

A1 Separation/Combination of Words [10]

সন্ধি / সন্ধিবিচ্ছেদ

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ কর। প্রদত্ত উত্তরপত্রে তোমার উত্তর লেখ।

1 রূপান্তর

2 ভয়ার্ত

3 নিরক্ষর

4 ভবন

5 অহংকার

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs [10]

বাগধারা, প্রবচন এবং জোড়াশব্দ

*নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা/প্রবচন/জোড়াশব্দটি বা তার **নম্বরটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

6 উৎসবমুখর বাঙালিদের সবসময় যেন __________ লেগেই আছে।

7 দুর্নীতি-মামলার তদন্তে মন্ত্রীদের গড়িমসির কারণ সবাই জানে, পাছে ______ বেরিয়ে পড়ে।

8 তোমার কথার __________ কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না!

9 _______ লোকজনের হাতে দোকানের ভার দিয়েছ, ব্যবসাটা দু'দিনে লাটে উঠবে না তো আবার?

10 এতগুলো কাজ একা সামলাতে গিয়ে তার তো এখন ________ অবস্থা!

(1) পরের ধনে পোদ্দারি	(6) অকাল কুষ্মাণ্ড
(2) তর্কবিতর্ক	(7) পায়াভারি
(3) পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	(8) বারো মাসে তেরো পার্বণ
(4) কেঁচো খুঁড়তে সাপ	(9) ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
(5) ননীর পুতুল	(10) মাথামুণ্ডু

www.xtrapapers.com

A3 Sentence Transformation [10]
বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে ***সম্পূর্ণ বাক্যটি*** *এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়।*

11 যতদিন না তোমার পরীক্ষা শেষ হয় আমি এখানে আসব না।
তোমার ________________________________ ।

12 তিনি যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন, সেটি এবার শতবর্ষে পদার্পণ করল।
তাঁর ________________________________ ।

13 নীলুর কথা সকলের কাছেই অবোধ্য লাগছিল।
________________________________ না।

14 আজকের এই তুমুল বৃষ্টিতে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় কি?
আজকের এই ________________________________ ।

15 বাবলু আমাকে বলল, "আমি গান গাইতে ভালোবাসি।"
বাবলু আমাকে বলল ________________________________ ।

www.xtrapapers.com

A4 Cloze Passage [20]

ক্লোজ পরিচ্ছেদ

*এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্যে থেকে উপযুক্ত **শব্দ** বা তার **নম্বরটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

বাংলা পৃথিবীর এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। এই ভাষা রক্ষার জন্য __16__ দীর্ঘ লড়াই, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন বাংলার বীর সন্তানেরা। পৃথিবীর আর কোথাও এমন নজির নেই। তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে আমাদের উপরই __17__ বর্তায় তাকে লালন-পালন করার, ঠিক যেমন একটি চারাগাছকে বড় করতে আমাদের __18__ দরকার হয়। সে ব্যাপারে আমরা কিন্তু একটুও __19__ নই। ভাষা যেহেতু একটা বহমান নদীর মতো সেকারণে ভাঙা-গড়ার __20__ এখানে চলতেই থাকে। তাই বলে অন্যভাষাগুলো বেনোজলের মতো হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে আমাদের ভাষাকে __21__ করে দিতে পারে না। আমরা ভাবি মাতৃভাষা তো __22__ ব্যাপার তাই আমাদের কোনও খেয়াল করার দরকার নেই। অবধারিতভাবে আমরা নিজেদের অজান্তেই পরম যত্নে __23__ করে নিই ভিন্ন ভাষাগুলোকে। এর ফলস্বরূপ পদে পদে দেখতে পাই নিজের ভাষার __24__ ও বিপন্নতা। অন্যান্য ভাষার সঙ্গে প্রতিনিয়তই __25__ তৈরি হতে পারে কিন্তু সার্বিকভাবে সেগুলোকে গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের অনেকখানি সতর্কতার প্রয়োজন। একমাত্র ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ আর সচেতনতাই পারে এই অবক্ষয় রোধ করতে।

(1)	পরিচর্যার	(6)	খেলা	(11)	দায়িত্ব
(2)	সহজাত	(7)	আপন	(12)	সচেতন
(3)	ক্রমশ	(8)	আপোসহীন	(13)	দেখার
(4)	বিকল্প	(9)	নতুন	(14)	দূষিত
(5)	অমর্যাদা	(10)	সংযোগ	(15)	সমাধান

www.xtrapapers.com

TURN OVER FOR SECTION B

www.xtrapapers.com

Section B

বিভাগ : খ

নিবন্ধটি ভালভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোন এখন জড়িয়ে গেছে আমাদের জীবনের অঙ্গে অঙ্গে। আঙুলের আলতো এক পরশে এক মুহূর্তেই সংযোগ হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে কারও সঙ্গে। যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলেও এতে 'নিজস্বী' থেকে শুরু করে ভিডিও ছবি তোলা, গান শোনা, গেম্‌স, ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, এ্যালার্ম, ছোট বার্তা আদান-প্রদান, ব্যাঙ্কিং, বাজার-দোকান সবই করা সম্ভব। কখনও আবার এটি প্রযুক্তির সাহায্যে নিমেষেই চোখের সামনে এনে দিতে পারে গোটা বিশ্বের সুলুক সন্ধান। এ যেন আলাদীনের এক আশ্চর্য প্রদীপ! কয়েক প্রজন্ম আগেও ভাবা হত এই ধরণের কার্যকরী যন্ত্র কেবলমাত্র গ্রহান্তরের কোনও জীবের হাতেই থাকা সম্ভব।

এই ছোট যন্ত্রটির মাধ্যমে প্রযুক্তির এরকম চোখধাঁধানো ব্যবহারিক প্রয়োগ খুব কম সময়ের ব্যবধানে আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। একসময় টেলিফোন কেবল বিত্তবানদের বিলাসী বস্তুর একটি অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হত। সামাজিকতা রক্ষার প্রাথমিক চাহিদা যোগাযোগের এক অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। প্রযুক্তির জয়রথে চেপে বিপুল পরিবর্তন এল যোগাযোগ মাধ্যমে। এই যুগান্তকারী বিপ্লবের ফলে অতি সুলভে আট থেকে আশি প্রায় সকলেরই হাতে এখন এই স্থানান্তরযোগ্য ফোন। কোথাও এটি সেলফোন, কোথাও মুঠোফোন বা চলভাষ হয়ে নিজেদের অজান্তেই হয়ে গেছে আমাদের চলার নিত্য সাথী।

এই চলভাষ চলতে চলতে শত বছরে পা দিতে চলেছে। ১৯১৮ সালে একজন কানাডিয়ান পুলিশ রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে জাহাজ থেকে স্থলে প্রথম কথা বলার পর থেকেই মোবাইল ফোনের ধারণাটার সূচনা হয়। সেইসময় জার্মানীর কিছু সামরিক ট্রেনে প্রথম তারবিহীন ফোনের ব্যবহার দেখা যেত। তারপর ১৯২৪ সালে বার্লিন শহরে সাধারণ ট্রেনে প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তারবিহীন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪০ সালে আমেরিকার বেল কোম্পানি তৈরি করল গাড়িতে রাখা এক মস্ত বড় আর বেজায় ভারী রেডিও ফোন যার মাধ্যমে অন্যান্য ফোনে কথা বলা যেত। এ নিয়ে নানান গবেষণামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকল বিভিন্ন দেশে।

১৯৪৬ সালে আমেরিকার মিসৌরি শহরে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোনের পরিষেবা চালু হলেও তা জনসাধারণের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে পারে নি। এটা শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমিত ছিল এবং সংযোগস্থাপন ব্যবস্থা উন্নতমানের না হওয়ার ফলে কথা কেটে কেটে যেত, আর ব্যাটারিও লাগত প্রচুর ফলে খুব কম সময় কথা বলা যেত এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়াতে বিত্তবান ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল।

১৯৭৩ সালের ৩রা এপ্রিল মোটোরোলা সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার আধুনিক মোবাইল ফোন তৈরি করে জনসমক্ষে সর্বপ্রথম কথা বলেন। তার আকার ছিল আস্ত এক থান ইটের মতো আর ওজনেও বেশ ভারী। আধ ঘন্টা কথা বলার জন্য ব্যাটারি চার্জ দিতে হত প্রায় দশ ঘন্টা। আরও পরে ঐ সংস্থারই আর এক ইঞ্জিনিয়ার জন মিচেল অপেক্ষাকৃত কম ওজনের এবং হাতের মুঠোতে ধরার মতো ছোট একটি ফোন হাজির করেন। ব্যাটারিটা বেশি সময় চলে বলে খরচটাও অনেকখানি কমে এল। শুরু হল এর জয়যাত্রা লাফিয়ে লাফিয়ে। সংযোগস্থাপন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে এর বহুমুখী পরিষেবা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামল আইবিএম-র স্মার্টফোন আর অ্যাপেলের একের পর এক আইফোন। দ্রুত বদলে দিল আমাদের জীবনযাত্রার সংজ্ঞা।

এই প্রজন্মের জন্য মোবাইল ফোন তৈরি করছে এক ডিজিটাল সমাজ তথা আপাত বিশ্বস্ত বন্ধু। এর উপর নির্ভরতাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুতগতিতে বদলে ফেলছে সামাজিকতার মাপকাঠি। মোবাইল পরিষেবা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতিকে অনেক ত্বরান্বিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে ঠিকই, নিঃসন্দেহে এটা আমাদের অতি দুর্লভ নিজস্ব মুহূর্তগুলোকেও কেড়ে নিচ্ছে। তবে এই প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চাবি কিন্তু আমাদেরই হাতে।

www.xtrapapers.com

B5 MCQ Comprehension [14]

বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

*প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের **সংখ্যাটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

26 মোবাইল ফোন আমাদের কাছে এখন 'যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ' কারণ -

(1) এই যন্ত্র ছাড়া কারও সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব।
(2) চাওয়া মাত্রই জাদুবলে সবকিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায়।
(3) আঙুলের আলতো এক চাপেই একে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়।
(4) একমাত্র গ্রহান্তরের জীবের হাতেই এটি থাকে।

27 মোবাইল ফোন এখন সবার হাতেই থাকে কারণ -

(1) এটি একটি বিলাসী বস্তু হিসেবে আভিজাত্যের পরিচায়ক।
(2) যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তনের ফলে এটি সহজলভ্য।
(3) জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য এটিই একমাত্র হাতিয়ার।
(4) এটি আমাদের সামাজিক জীবনকে ভুলিয়ে রাখে।

28 মোবাইল ফোনের ধারণাটার প্রথম শুরু হয় -

(1) ১৯১৮ সালে
(2) ১৯২৪ সালে
(3) ১৯৪০ সালে
(4) ১৯৭৩ সালে

29 এই নিবন্ধ অনুযায়ী কোন তথ্যটি <u>সঠিক</u>?

(1) আমেরিকার বেল কোম্পানি সর্বপ্রথম গাড়িতে রাখা তারবিহীন ফোনের ব্যবহার চালু করে।
(2) আমেরিকায় সাধারণ ট্রেনে প্রথম তারবিহীন ফোনে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা শুরু হয়।
(3) বার্লিন শহরেই সামরিক ট্রেনে সর্বপ্রথম রেডিও ফোনের মাধ্যমে অন্যান্য ফোনে কথা শুরু হয়।
(4) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই সারা বিশ্বে মোবাইলের পরিষেবা শুরু হয়ে যায়।

www.xtrapapers.com

30 মোবাইল ফোন পরিষেবা প্রথমে তেমন জনপ্রিয়তা পায় নি কারণ -

(1) এটি ব্যবহার করতে ব্যবসায়ীদের আপত্তি ছিল।
(2) ব্যাটারী বেশি লাগত বলে খুব ব্যয়বহুল ছিল।
(3) সংযোগস্থাপন ব্যবস্থা কেবলমাত্র একটি অঞ্চলেই চালু ছিল।
(4) এখানে কথা বলার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হত।

31 জনসাধারণের সামনে প্রথম আধুনিক মোবাইল ফোনের আত্মপ্রকাশ ঘটে -

(1) আইবিএম-র হাত ধরে।
(2) অ্যাপেল কোম্পানির কল্যাণে।
(3) বেল কম্পানীর সৌজন্যে।
(4) মোটোরোলা সংস্থার উদ্যোগে।

32 মোবাইল ফোন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যে আমাদের হাতেই তা কীভাবে প্রমাণ হয়?

(1) মোবাইল ফোন আমাদের জীবনের গতিকে দ্রুত করেছে।
(2) মোবাইল ফোন সামাজিকতার একমাত্র মাপকাঠি।
(3) মোবাইল ফোন খোলা বা বন্ধের বোতামটি আমাদেরই হাতে।
(4) মোবাইল ফোন আমাদের নিজস্ব মুহূর্তগুলোকে মূল্যবান করেছে।

www.xtrapapers.com

TURN OVER FOR SECTION C

www.xtrapapers.com

Section C

বিভাগ গ

*নিচে দেওয়া নিবন্ধটি ভালভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর **নিজের ভাষায়** লেখ।*

ঘুড়ি উৎসব

'পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, বগ্গা, আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা' এই গানের কলি আমাদের ছোটবেলার স্মৃতিতে নিয়ে যায়। 'আকাশে ঘুড়ির দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে ঘুড়ির লড়াই দেখতাম, কেটে যাওয়া ঘুড়ির পিছনে পিছনে দৌড়াতাম, কখনও লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, উৎসবের আগে সুতোয় কড়া মাঞ্জা কিংবা ছেঁড়া ঘুড়িতে শৌখিনভাবে তাপ্পি দেওয়া সব কাজেই ছিল আমার অফুরন্ত উৎসাহ আর উত্তেজনা। ঘুড়ি তৈরি থেকে শুরু করে ঘুড়ি ওড়ানো বা প্রতিযোগিতায় নামা পুরো ব্যাপারটাই ছিল এক মজার বিনোদন।'

সারা বিশ্বজুড়েই এই মজার ঘুড়ি ওড়ানোর খেলা চলতে থাকে সময় বিশেষে। পশ্চিমবঙ্গে শরতের আগমনে ওড়ে তো সিঙ্গাপুরে শীতকালে। বাংলাদেশে ঘুড়ি উৎসব পাল্লা দেয় বসন্তের রঙে রঙ মিলিয়ে বসন্ত উৎসবের সঙ্গে। ইউরোপের আকাশে ঘুড়ি দেখা যায় গ্রীষ্মের অবকাশে। প্রায় ২,৮০০ বছর পূর্বে ঘুড়ির প্রচলন সর্বপ্রথম চিনদেশে হলেও ক্রমশ তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সর্বত্রই ঘুড়ি ওড়ানো ও প্রতিযোগিতা ছিল একসময় উত্তম বিনোদন। এখানে কার ঘুড়ি কত উপরে যেতে পারে অথবা কে সবচেয়ে বেশি ঘুড়ি ভো-কাট্টা করতে পারে তার উপরই প্রতিযোগিতা হয়। গ্রীষ্মকালে ইউরোপে অবশ্য ঘুড়ির প্রতিযোগিতায় ঘুড়িটা কত বেশি সময় আকাশে উড়তে পারে তার ভিত্তিতে জয়ী হয়।

সেকালে ঘুড়ি বানানো হত বাতাসে ভাসার উপযোগী হালকা, সাদা বা রঙিন পাতলা সিল্কের কাপড়ের সাথে আঠা দিয়ে বাঁশের কঞ্চি বা শক্ত অথচ নমনীয় সরু কাঠি লাগিয়ে। চৌকো আকারের এই ঘুড়ির সাথে বাহারি লেজ লাগিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে আকাশে ওড়ানো হত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নন্দনের জন্য রঙিন চকচকে একধরণের মার্বেল কাগজ বা প্লাস্টিকের মতো সিন্থেটিকের তৈরী ঘুড়ি বেশ জনপ্রিয়। অবশ্য দেশভেদে ঘুড়ির উপাদানে, আকারে ও নকশায় ভিন্নতা দেখা যায়। আজকাল ঘুড়ির নির্দিষ্ট সনাতনী আকারকে ছাড়িয়ে নানান আকৃতির বর্ণময় ঘুড়ি যেমন পাখি, মাছ, কচ্ছপ, ড্রাগন ও রকমারি জ্যামিতিক নকশাগুলো নিয়ে আসে এক উৎসবের আমেজ। রঙিন পাতলা কাগজের সেই পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, জয়বাংলা নামের ঘুড়িগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়ে এখন নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায় প্লাস্টিকের তৈরী বর্ণময় মেঘকুমারী, ডলফিন, ডেলটা, রূপচাঁদা, মাছরাঙা ছাড়াও আরও কত কী! যেমন এদের গালভরা সব নাম, তেমনই মনকাড়া দেখতে।

সব দেশেই ঘুড়ি উৎসবের আগে চরম ব্যস্ততা দেখা যায় ঘুড়ি তৈরির কর্মশালায়। সেখানে ঘুড়ির আকৃতি, রঙ বা নকশা সবকিছু নিয়েই গবেষণা চলে। ঘুড়িপ্রেমীদের সঙ্গে সঙ্গে নানান সরঞ্জাম নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে পড়েন চেনা অচেনা অনেক শিল্পীও। তাঁদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায় ঘুড়ির নকশায় অভিনবত্ব আনার। ছোটরাও এই কর্মশালায় সমানভাবে সক্রিয়। ওদের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তৈরি হয় পতেঙ্গা ঘুড়ি। কয়েকদিনের টানা নিরলস পরিশ্রমের পর মনের মতো ঘুড়িটা যখন নীল আকাশে অন্যদের মাঝে স্বমহিমায় ভেসে বেড়ায় তখন ঘুড়িয়াল ও উড়িয়ালদের ঝলমলে মুখের হাসি যেন মধ্যগগনের সূর্যের উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়।

বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটকরা কেবল অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুক্ত বায়ু সেবন করেন না, আকাশ জুড়ে যে রঙিন ঘুড়ির মেলা বসে সেই আনন্দোৎসবেও যোগ দেন। ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে ছোট বড় সকল ঘুড়িপ্রেমীদের অবাধ বিচরণ। শিল্পী থেকে কবিয়াল সকলেই এখানকার ঘুড়ি উৎসবে শামিল হয়ে যান। সকলেই আনন্দে ও উত্তেজনায় টানটান হয়ে মত্ত থাকে উৎসবে। সবার উদ্দেশ্য একটাই এই উৎসবের হাওয়া কেবল এক জায়গায় সীমাবদ্ধ না থেকে যেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পীদের মতে, "ঘুড়ি উৎসবে আমরা পারস্পরিক ভাবধারা বিনিময়ের মাধ্যমে যেমন সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সফল হওয়ার সুযোগ পাই, তেমনই ছোটদেরকেও এই অবাধ সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত করে এক মজার বহির্মুখী খেলায় উৎসাহিত করতে পারি।"

www.xtrapapers.com

C6 OE Comprehension [36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন

এখন বাংলায় তোমার নিজের ভাষায় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

33 লেখক শৈশবে ঘুড়ি ওড়ানোটা কীভাবে উপভোগ করতেন তা **চারটি** উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

34 এশিয়া ও ইউরোপে কখন, কীভাবে ঘুড়ির প্রতিযোগিতা হয়? **দু'টি** করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

35 সময়ের ব্যবধানে ঘুড়ির গঠনে ও নামে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা **দু'টি** করে উদাহরণসহ লেখ।

36 ঘুড়ি উৎসবের আগে কর্মশালায় কী ধরণের ব্যস্ততা দেখা যায় **চারটি** উদাহরণসহ লেখ।

37 সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ঘুড়ি উৎসবের বিশেষত্ব কী কী? **চারটি** উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

38 লেখক 'ঘুড়ি উৎসবের' কী কী ইতিবাচক দিকের বর্ণনা করেছেন? **চারটির** উল্লেখ কর।

C7 Vocabulary [10]

শব্দার্থ

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

39 অফুরন্ত

40 উত্তম

41 নমনীয়

42 নিরলস

43 অবাধ

End of Paper

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after the live examination series.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2016